দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 08 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৬...

ছাত্রী ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসা অধ্যক্ষ আটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগঞ্জ, ৭ মার্চ । সিদ্ধিরগঞ্জের হীরাঝিল এলাকায় ইব্রাহীমা দারুস সালাম মহিলা মাদ্রাসায় নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা করে একই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল। পুলিশ অভিযুক্ত প্রিন্সিপাল নোমান ইব্রাহীমকে গ্রেফতার করে ৭ দিনের রিমান্ড চেয়ে আদালতে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। নির্যাতিত ওই ছাত্রীর পরিবার ও এলাকাবাসী প্রিন্সিপালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। ঘটনাটি গত শুক্রবার ঘটলেও এ বিষয়ে সোমবার মামলা দায়ের করা হয়। মঙ্গলবার ঘটনাটি স্থানীয় সাংবাদিকরা বিষয়টি জানতে পারেন। নির্যাতিত ওই ছাত্রী জানায়, গত ৩ মার্চ দিনগত রাত চারটায় সে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে উঠলে প্রিন্সিপাল তার কক্ষে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং ধর্ষণের চেষ্টা করে। এ সময় সে প্রিন্সিপালের হাতে কামড় দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে প্রথমে এক বান্ধবীর বাসায় ও পরে তাদের সহযোগিতায় নিজের বাসায় চলে আসে। এ ঘটনার পর ওই ছাত্রীর পরিবার এলাকাবাসীকে বিষয়টি জানিয়ে মামলার প্রস্তুতি নিলে প্রিন্সিপালের হয়ে সন্ত্রাসীরা বাড়িতে এসে হামলা ও লুটপাট করে। থানায় মামলা করা হলে মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়াসহ নানা ধরনের হুমকিও প্রদান করে তারা। হামলায় ওই ছাত্রীর মা ও তিন বোন আহত হন। পরে স্থানীয় এলাকাবাসীর সহায়তায় সোমবার থানায় অভিযোগ দিলে পুলিশ প্রিন্সিপালকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তবে ওই ছাত্রীর অভিযোগ, প্রিন্সিপাল নিয়মিত তাকে কুপ্রস্তাব দিয়ে উত্ত্যক্ত করত এবং এর আগে তার এক বান্ধবীকেও যৌন হয়রানির পর বিয়ের আশ্বাস দিয়েও প্রতারণা করে।

পরে ওই মেয়ের পরিবার তাকে মাদ্রাসা থেকে ছাড়পত্র নিয়ে বাড়িতে চলে যায়। এ বিষয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহা. সরাফত উল্লাহ জানান, নির্যাতিত ছাত্রী ও প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলে ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। এ বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত প্রিন্সিপালকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ডের আবেদন করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। হামলাকারী ও হুমকি প্রদানকারীদের শনাক্ত করে তাদের আইনের আওয়ায় আনা হবে। এ ছাড়াও নির্যাতিত ছাত্রীকে আদালতে হাজির করে তার জবানবন্দী রেকর্ড করা হবে।